তপস্যা

শাশ্বত ফিল্মস প্রাইভেট (লিঃ) এর নিবেদন

শাশ্বত প্রাইভেট লিঃ এর

তাপসী
সংগয়নে

সন্ধ্যারাণী
মলিনা দেবী
চন্দ্রাবতী
সবিতা চট্টোপাধ্যায়
রেণুকা রায়
বনানী চৌধুরী
রেবা বসু
লীলাবতী
আশা দেবী
কুমারী গীতা
কুমারী বুলবুল
অসিতবরণ
অহীন্দ্র চৌধুরী
ছবি বিশ্বাস
কমল মিত্র
পাহাড়ী সান্যাল
জহর গাঙ্গুলী
দীপক মুখোপাধ্যায় (অতিথি)
অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
অনুপকুমার
শুভেন মুখোপাধ্যায়
পরিমল সেন
মাস্টার বিজু
নৃপতি চট্টোপাধ্যায়
বেচু সিংহ
পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য
প্রীতি মজুমদার
শান্তি ভট্টাচার্য্য
ভূতনাথ গাঙ্গুলী
সুধীর বসু
শংকর
প্রবীর • প্রভৃতি

নেপথ্য কণ্ঠ সঙ্গীত
প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ গায়ত্রী বসু ॥
আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ শচীন গুপ্ত ॥

গীতিকার :: গৌরী প্রসন্ন মজুমদার
চিত্র শিল্পী :: রামানন্দ সেনগুপ্ত
শব্দানুলেখন: নৃপেন পাল • দেবেশ ঘোষ
সঙ্গীতানুলেখন:: সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদনা :: বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
কর্ম্ম পরিচালনা: সত্য বসু : ব্যবস্থাপনা • অনু বসু
প্রধান সহকারী পরিচালক • গুরুদাস বাগচী
শিল্প নির্দ্দেশনা :: সুবোধ দাস • মদন গুপ্ত
রূপসজ্জা: মনতোষ রায় • নিতাই সরকার
আলোক সম্পাত :: প্রভাস ভট্টাচার্য্য
॥ ॥ পটশিল্পী :: রামচন্দ্র সিন্ধে ॥ ॥
স্থিরচিত্র :: সাঙরীলা : এডনা লরেঞ্জ
॥ যন্ত্র সঙ্গীত :: ক্যালকাটা অর্কেস্ট্রা ॥
॥ পরিচয় অঙ্কন :: দিগেন স্টুডিও ॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ডাঃ যোগেশ চৌধুরী

সহকারী কলাকুশলী

॥ পরিচালনা • প্রদীপ দাসগুপ্ত ॥
চিত্রশিল্পী :: সাধন রায় • মধু
সৌমেন্দু রায় ॥ শব্দানুলেখন
শশাঙ্ক বসু • সন্তোষ রায় চৌধুরী
॥ সম্পাদনা :: নিরঞ্জন বসু ॥
সঙ্গীত পরিচালনা :: জয়ন্ত শেঠ
রবীনচাঁদ বড়াল ॥ ব্যবস্থাপনা
মঙ্গল বন্দ্যোপাধ্যায় • পাপ্পা লাহিড়ী
মহাদেব দাস ॥ ॥ রূপ সজ্জা
শম্ভু দাস ॥ ॥ আলোক সম্পাত
কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী • ভবরঞ্জন দাস
জগন্নাথ ঘোষ ॥ অনিল পাল
॥ শৈলেন ॥ রাম ॥ নব ॥

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওজ প্রাইভেট লিমিটেড ও রাধা ফিল্মস স্টুডিওজ প্রাইভেট লিমিটেড-এ গৃহীত ॥ বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ – প্রাইভেট লিমিটেডে পরিস্ফুটিত

॥ প্রচার সচিব • ফনীন্দ্র পাল ॥
॥ ॥ প্রচার অঙ্কণ ॥ শিল্পী ॥ ॥
আর্টিস্ট সার্কেল ॥ পূর্ণজ্যোতি
॥ এস.বি. কনসার্ণ • জে. এল. কে. • এইচ. এল ॥
॥ প্রচার পুস্তিকা লিখনে • সমর গঙ্গোপাধ্যায় ॥

পরিচালনা :: চিত্ত বসু
কাহিনী ও চিত্রনাট্য মনি বর্ম্মা
সুরশিল্পী :: নচিকেতা ঘোষ
পরিবেশক
মিতালী ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড

আমি তাকেই দেব এই চোখ
যদি কেউ ফিরিয়ে দিতে পারে ওর
দৃষ্টি। বৈজ্ঞানিকরা যদি পারে ও'
আমার দৃষ্টির আলো দিয়ে জ্বালিয়ে
দিক ওর অন্ধ-নয়ন।
বিজ্ঞান যদি জয় পায়, আমার
বিশ্বাস তবু হার মানবেনা। দৃষ্টি
হারাবার আগে এই কথা কি
ভেবেছিল শ্রীমতীর মন।
হৃদয়ে কি একবারও
দুলে ওঠেনি আশঙ্কায়, ভয়ে!
জীবনের চরম ব্যর্থতা কি
প্রশ্ন করেনি একবারও!

যে মানুষটির নয়নমুকুরে শুধুই দেখেছিল নিজের সর্বস্ব দিয়ে ভালবাসার পরাজয়ের ছায়া, দেখেছিল ভক্তি আর নিষ্ঠাকে বিদ্রূপ করবার দুর্দ্ধর্ষ আস্ফালন, যার চোখে ছিল পথহারা কালাপাহাড়ের নির্মম অত্যাচারের নেশা - তার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনবার জন্যে কেন এই কাতরতা !

বাইরের চোখ বন্ধ হলে তবেই না অন্তরের অন্ধ চোখ উন্মীলিত হয়। এবার কি তবে নিজেকে ফিরে পাবে রমেন !

ছেলেবেলায় রমেনের জীবনে একটি সঙ্কটাপন্ন মুহূর্ত এসেছিল, ডাক্তাররা যখন হার মেনেছিল সম্পূর্ণভাবে। সেদিন শ্যামসুন্দরের ফুল ও চরণামৃতের প্রতি অচল বিশ্বাস নিয়ে জমিদার - বাড়ীর কুলপুরোহিত একনিষ্ঠ পূজারী হরিশ বাঁড়ুয্যে বড় দুর্যোগ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ তুচ্ছ করে জমিদার পুত্র রমেনের রোগমুক্তির সহায় হয়েছিলেন, তাঁরই মেয়ে শ্রীমতী।

রমেনের মামা ভুবনমোহন ও তাঁর স্ত্রী ভামিনী কিশোর জমিদার পুত্রটির ভবিষ্যৎ করায়ত্ত রাখতে চেয়েছিল নিজেদের স্বার্থে। সুতরাং ভুবনমোহন রমেনকে সহরে তাঁর ভায়রাভাই অরূপ মুখার্জ্জির সংসারে জিম্মা করে দিয়ে এল। উগ্র আধুনিকতা অরূপ মুখার্জ্জির সাংসারিক জীবনকে গ্রাস করেছে। বিলাসিতার সঙ্গে বিকৃত রুচির সর্ব্বনাশা গতিবেগে আকৃষ্ট হল রমেন। বেপরোয়া মনোবৃত্তিতে মেতে উঠল তরুণ রক্ত। নিজের গ্রাম বা মায়ের কাছে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে গেলেই বিরাগ ধরে কিন্তু বিলাসস্রোতে অপব্যয়ের রসদ আসে জমিদারী থেকে।

কল্যাণী মর্ম্মাহত হন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। মৃত্যুশয্যার পাশে ছিল শ্রীমতী। হরিশ বাঁড়ুয্যের বাড়ীতে প্রতিপালিত কিশোরকে পাঠিয়ে রমেনকে কোনক্রমে সহর থেকে আনানো হয়েছে। কল্যাণী শ্রীমতীকে রমেনের হাতে সমর্পণ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। এই তাঁর অন্তিম ইচ্ছা।

কিন্তু রমেনের মনোজগতে তখন অরূপ মুখুয্যের কন্যা রত্নলার একচ্ছত্র আধিপত্য। আধুনিকতায় বিকৃত মন আদ্ধশান্তির আচার অনুষ্ঠানকে প্রয়োজনহীন বলে মনে করে। হরিশ বাঁড়ুয্যে ও তাঁর মেয়ে শ্রীমতী তার মত একটি ধনী সুপাত্রকে শিকার করবার জন্যে এতদিন মায়ের কাছে জাল বিস্তার করে অপেক্ষা করছিল এই ধারণা প্রকাশ করতে দ্বিধা করেনা রমেন। অপমানিতা শ্রীমতী প্রতিবাদ করে। শ্রীমতীকে ভাল করবার জন্যে জিদের বশে রমেন তাকে বিয়ে করল।

আচারে ব্যবহারে, কথায় বার্ত্তায় নির্মম আঘাত ও স্বেচ্ছাচারিতা প্রকট হয়ে উঠতে লাগল দিনের পর দিন। কিন্তু এতটুকু বিচলিত হলনা শ্রীমতী।

এত সহজ, এত প্রশান্ত কি করে হয় রক্ত-মাংসের মানুষ ! রাগ নেই, দুঃখ নেই,

অভিমান নেই এমন লোকক
জব্দ করতে গিয়ে হেরে যেতে
হয়। শ্রীমতীকে নিয়ে ঘর ক
সম্ভব হ'লনা রমেনের। ফিরে
চলল কলকাতায়।

রমেনের দীর্ঘদিনের অনুপস্থি
কারণ জানে অরূপ মুখার্জ্জির বাড়ী
সকলেই। হাতছাড়া শিকার আবা
হাতের সুযোগ ফিরে এলে তার প্রতি
আক্রোশটা দ্বিগুণতেজে প্রকাশ পায়
রমলার প্রতি আকৃষ্ট আর একটি নতুন
পাণিপ্রার্থী বিজন সরকার। তার সঙ্গে দ্ব
যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার প্রধান অস্ত্র হল অ
কিন্তু ঠিক এই সময়ে জমিদারী উচ্ছেদ
বিল পাশ হয়ে গেল। অরূপ মুখার্জ্জির
চোখে রমেনের বাজার দর নেমে গেল
নীচে। প্রত্যাখান এল আকস্মিক রূঢ়
ধাক্কা নিয়ে। রমলার বাক্যবাণে
জর্জ্জরিত রমেন তার বিক্ষুব্ধ মনের
দিশাহারা উন্মাদনায় উল্কা বেগে মোটর
ছুটিয়ে চলল। পরিণাম দুর্ঘটনা—
যার ফলে চোখ দুটি হয়ে গেল অন্ধ।

শ্রেষ্ঠ ডাক্তারেরা কোন
আশাই দিতে পারলেন না। এ
যুগে বিজ্ঞানই সবচেয়ে আধুনিক
বিশ্বাস সবচেয়ে সেকালের।
বিজ্ঞান যা পারলনা, বিশ্বাস
কি আজ তা ফিরিয়ে দিতে
পারে!

মুদ্রাঙ্কনে • • জুবিলী প্রেস • • কলিকাতা • •

দোলে দোলে দোলে মন দোলে
কে গান গায়
দূর বন ছায়
তাই চম্পা আঁখি খোলে ।
দোলে দোলে .....

ভ্রমর এসেছে ফুলে বঁধু আজে গো
(হায়) চরণে নূপুর তার ঐ বাজে গো
রুণু ঝুণু রুণু ঝুণু বোলে...
দোলে দোলে .....

ঐ ঐ নীড়ে জাগা দুটি পাখী
মুখো মুখি গান গায়
তুমি আমি সেই গানে একই প্রাণে মিশে যায় ।

অরাঙলি জেগে থাক দূর গগনে
দখিন বাতাস এই শুভ লগনে
ঝিরি ঝিরি সুর শুধু তোলে...
দোলে দোলে .....

জীবনের তরী যবে
ডুবে যায় ভরা পালে
জানি ওগো চিরদিনই
তুমি প্রভু আছ হালে।

সুর ভরা তব বাঁশি
অশ্রুতে আনে হাসি
তব লীলা আঁধারে যে
আলো দিতে দীপ জ্বালে

পায়ে যবে বিঁধে কাঁটা
সম্মুখের পথে যেতে
তুমি প্রভু ধূলিতে যে
ঝরা ফুল রাখো পেতে

তুমি যার আছ প্রভু
রিক্ত সে নয় কভু
তব প্রেম তৃষাতে যে
করুণার বারি ঢালে

জানি ওগো .....

সঙ্গীত

5-4-57

আগামী নিবেদন !

রঞ্জন পিকচার্সের

বন্ধু

পরিচালনা • চিত্ত বসু
কাহিনী • সলিল সেনগুপ্ত
সুর • নচিকেতা ঘোষ
উত্তমকুমার • মালা সিংহ • অসিতবরণ
ছবি বিশ্বাস (দ্বৈত চরিত্রে) • মলিনা
শোভা সেন • বাবুয়া • তিলক • অভিনীত
নেপথ্য সঙ্গীত
হেমন্তকুমার ও সন্ধ্যা মুখার্জ্জি

সরোজ সেনগুপ্ত প্রযোজিত
এন•এস্•জি প্রোডাকসন্সের

খেলাঘর

উত্তম • মালা • মঞ্জু দে
ছবি • আশীষ মুখার্জ্জি
পরিচালনা • অজয় কর
সুর ও বাণী • হেমন্তকুমার

সাম্বতর আগামী নিবেদন

?

পরিবেশক:
মিতালী ফিল্মস প্রাইভেট লিঃ

7
57